



49721 - রাত্রে বেলো সহবাস করার কারণে যদি দিবাভাগে বীর্য বরে হয় তাহলে কি রোজা ভঙ্গ হবো

প্রশ্ন

প্রশ্ন: রাত্রে বেলো সহবাস করার পর কখনো কখনো দিবাভাগে জরায়ু থেকে বীর্য বরে হয়, এতে কি রোজা ভঙ্গ হবো?
এমতাবস্থায় নামাযেরে জন্ম গোসল করা কি ফরজ হবো?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরজন্য।

এক:

রাত্রে বেলো সহবাস করার পর দিনে যদি বীর্য বরে হয় এতে রোজা ভঙ্গ হবো না। আমাদের জন্ম সূর্যাস্ত থেকে ফজর উদতি হওয়া পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস বধৈ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্ম হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়ছেন যে, তোমরা নজিদের সাথে খয়োনত করলে, তবে তিনি তোমাদের তওবা গ্রহণ করছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা নজি স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্ম যা কিছু লিখে রেখেছেন তা (সন্তান) তালাশ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো সুতা থেকে ভোরেরে শুভ্র সুতা পরস্কার ফুটে উঠে...[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

রাত্রে সহবাস করার কারণে দিনেরে বেলোয় বীর্য বরে হলে রোজা ভঙ্গ হবো না মর্মে আলমে সমাজ উল্লেখ করছেন।

হানাফি মাযহাবেরে “আল-জাওহারা আল-নাইয়্যারি” গ্রন্থ (১/১৩৮) বলা হয়েছে-

“যদি সহবাসকারী ফজরেরে সময় হয়ে যাওয়ার আশংকা থেকে অঙ্গটি বরে করে নিয়ে এবং ফজরেরে সময় শুরু হওয়ার পর বীর্যপাত করে এতে করে তার রোজা ভঙ্গ হবো না।” সমাপ্ত

মালকি মাযহাবেরে “হাশিয়াতুদ দুসুকি” গ্রন্থ (১/৫২৩) বলা হয়েছে-

কটে যদি রাত্রে বেলোয় সহবাস করে আর ফজরেরে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর তার বীর্যপাত হয়; প্রতীয়মান অভিমিত হচ্ছ- এতে কোন অসুবিধা নহে। এ মাসয়ালা সবে মাসয়ালার মত ‘কটে যদি রাত্রে বেলোয় সুরমা লাগিয়ে থাকে সবে সুরমা যদি দিনেরে



বলোয় তার গলায় এসে যায়' সমাপ্ত। অনুরূপ অভিমত 'শরহু মুখতাসারি খলিলি' গ্রন্থ (২/২৪৯) তে ও রয়েছে।

শাফয়েমি মায়হাবরে আলমে ইমাম নববিতাঁর 'আল-মাজমু' গ্রন্থ (৬/৩৪৮) এ বলছেন-

“যদি কটে ফজররে আগ থাকে সহবাস শুরু করে এবং ফজররে ওয়াক্তরে সাথে সাথে অথবা ফজররে ওয়াক্ত হওয়ার অন্তবিলম্বে অঙ্গটি বরে করে বীর্যপাত করে তাহলে তার রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ এ বীর্যপাত বধৈ সহবাসরে কারণে ঘটছে। এ কারণে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। যমেন- “কটে যদি কসিস হসিবে কারণে হাত কাটে; ফলে লোকটি মারা যায়।” সমাপ্ত।

দুই:

যদি সহবাস করে গোসল করে ফেলোর পর বীর্যপাত হয় সক্ষেত্রে পুনরায় গোসল করা ফরজ নয়। কারণ গোসল ফরজ হওয়ার কারণ তও একটি। সুতরাং এক কারণে দুইবার গোসল ফরজ হবে না। তবে যদি নতুন কোন উত্তজেনার কারণে বীর্যটি বরে হয় তাহলে গোসল ফরজ হবে।

এ বিষয়ে [44945](#) ও [12352](#) নং প্রশ্নোত্তরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহই ভাল জানেন।